জ্বালামুখী
গার্গী ভট্টাচার্য

জ্বালামুখী

+++++

গার্গী ভট্টাচার্য

আমি যখন নেপালে রাণার বৌ ছিলাম তখন নরেন্দ্র মোদী ছিলেন নেওয়ারের রাণা এবং উনি তখন এখনকার মতন পবন দেব ছিলেন না , ছিলেন মঙ্গল গ্রহ আর ওনার তেজ ছিলো সাংঘাতিক এবং উনি কাউকে অন্যায় উপায়ে সাজা দেওয়া কিংবা খতম করতেন না । খুবই তেজী ছিলেন তেজী ঘোড়ার মতন ।

পিট সিগার জীবিত ছিলো এতদিন । মানুষের জন্য গান বাঁধা উই শ্যাল ওভারকাম এর নব নির্মাণ করা এই মানুষ আদতে ছিলো শয়তানের এজেন্ট আর আমর্স ডিলিং এর সাথে যুক্ত । এই

স্বভাব হয় আর্মিতে থাকার সুবাদে । ডাইনে, বাঁয়ে লোক মারতো কালা জাদু করে করে । ওর ভুখ সাংঘাতিক । দুনিয়াতে যুদ্ধ বাদিয়ে রাখা ছিলো ওর কাজ। গত সপ্তাহে নিহত হয় শত্রুর দ্বারা । সম্ভবত: নির্মম ভাবে মারা যায় । জলে ডুবিয়ে মারে ওকে ওরই দেহরক্ষী যে নাকি পোজেজড্ ছিলো সেইসময় । নিজেকে সঙ্গীতকার বলতে ঘৃণা করতো । মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করে এরকম বলতো বিশেষ করে বিদেশে । কারণ গীত হলো ওর কাছে ন্যাক্কার জনক বস্তু । ও সাংঘাতিক হিউনাম রাইটস্ এর লোক । আর এই ছিলো ওর

রূপ । নিজেকে মৃত বলে ঘোষণা করে আগেই যাতে শয়তানি করতে পারে ।

বাথটাবে ডুবিয়ে মারে ওকে ওরই দেহরক্ষী ।

আল্লাহ্ , খোদা নিয়মিত তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে রিপোর্ট নেন কি হচ্ছে জগতে । আর লিবারেটেড্ সন্তরা সেই রিপোর্ট দিয়ে থাকেন । তাঁরাই ওনার মায়াশক্তি অথবা সি-ই-ও ।

মহাপ্রলয়ের সময় এইসব সন্তরা যাঁরা নানান ফ্রিকোয়েন্সিতে বসে আছেন ওখানে কিন্তু একই ভাইব্রেশান সবার বসে

আছেন শিষ্যদের উদ্ধারের জন্য তাঁরা কল্প শেষে মহাপ্রলয় অন্তে যখন সত্যলোক/ব্রহ্মলোক এর নিচে অবধি নাশ হয়ে যায় তখন সবার ফ্রিকোয়েন্সি তাদের ওভার সোলের সাথে মিলে যায় এবং রূপ হারিয়ে গেলেও অর্থাৎ সবকটি রং মিশে গেলেও একটি অপরূপ রামধনু থেকেই যায় যাকে মহাবিষ্ণু বা সদাশিব বা মহাকালিকা বলে আর তাঁর থেকেই আবার সৃষ্টি আরম্ভ হয়ে থাকে নতুন করে । আর এটাই চলে ক্রমাগত । মহাজগৎ স্বয়ম্ভু তাই বলা হয় আর সাংখ্য দর্শন তাই বলে যে ঈশ্বর মানে নিরাকার ব্রহ্ম ও সাকার ব্রহ্ম সমান্তরাল ভাবে চলে

ও একে ওপরের সাথে চেতনা দিয়ে যোগাযোগ করে থাকে ।

আম্বানি পরিবার সারেন্ডার করেছে । নীতা আম্বানি একজন জৈন সাধ্বী হয়ে যাবেন ।

ওরা নিজেদের বাঁচাতে এতটা কালা জাদুর ভান্ডার বসায় বাসায় । নারায়ণ মূর্তির মতন লোকের ভয়ে । ওদের ঠাকুমা কোকিলা বেন মুকেশ আম্বানিকে বকেন আমাকে আক্রমণ করার জন্য । যে শেষ পর্যন্ত একজন সাধিকাকে আক্রমণ করছো তুমি এতটা নিচে নেমে গিয়েছো ? কিন্তু মুকেশ কে নিচে নামায় জাগ্নি অ্যান্ড কোম্পানি । লোভে ফেলে ।

কুইক মানি । জাগ্নি দিদিকেও ফাঁসায় মানে রেখা মহাজনকে । ও সাংঘাতিক লোক আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা ।

ওরা ভারত ছেড়ে দেবে । নীতা আম্বানিকে সবাই বিরক্ত করতো রূপসী বলে তাই রোড রোমিওকে বিয়ে না করে মুকেশকে ফাঁসায় তুকতাক করে । যদি করতেই হয় তাহলে উত্তম কাউকে করি না কেন এই হল তার বক্তব্য ।

ঐশ্বর্য্য রাই এর মতন তার অবস্থা হয় সৌন্দয্যের জন্য । সবাই বিরক্ত করতে শুরু করে । তার ইচ্ছে ছিলো নৃত্য শিল্পী হবার ও একটি সুস্থ মধ্যবিত্ত জীবন

যাপণ করার। কিন্তু ভাগ্যলিপি অন্য কথা লিখে রাখে । ওরা আমার বিরুদ্ধে ম্যাজিক করলেও মারার ষড়যন্ত্র করেনা ও আমার এসব লেখার বিরুদ্ধে ম্যাজিক করে যাতে আমি না লিখতে পারি । এক্সপোজ করতে পারি । আর নীতা আম্বানি তবুও আমার সাইড নেয় এটাই ওদের বক্তব্য । আমার নেপালী জন্মের সঙ্গী তারা । রাণা স্বামীর আত্মীয় ছিলো তারা । নীতা আম্বানি ও তার একপুত্র ও মেয়ে আমার সাথে ছিলো সেই জন্মে । অনিল আম্বানিও ছিলো সেই সময় আমাদের সাথে । নরেন্দ্র মোদিজীর কাজিন ছিলো এরা ও কাজিনের পত্নী ।

তবে নীতা আম্বানির পতি দেব ভিন্ন ছিলো ।আর আমার এই জীবনের সাথী যখন ছিলো আমার সাথে সেইসময় আমার মেয়েকে সে পছন্দ করতো না মোটেও আর রেপ করে দেয় । তাই এই জনমে তার বোন, কুতপাও তাকে রেপ করে । কর্মা ব্যাকফায়ার করেছে । মেয়েকে ফার্মে আটকে রাখতো; শ্যাবি বলে ক্ষ্যাপাতো । বলতো যে তোর বয়ফ্রেন্ড জুটবে না তাই আমিই তোকে সেক্সটা দেখিয়ে দিই । আমরা আয়ারল্যান্ডে ছিলাম । আইরিশ ছিলাম । আমরা এমনি ভালোই ছিলাম ।

ব্রহ্মদেব ও ভূদেবী আমার মাতা পিতা ছিলেন সেইসময় ও তাঁরা আমার মেয়েকে সাহায্য করেন অনেক মেন্টালি।

আমার স্বামী ধনী চাষী ছিলো। অন্যদের হেয় করতো। স্টিংকি বলতো। মেয়েকে ফার্মে বন্দী করে রেখে দিতো যেখানে ক্যাটেল রাখা হতো আর ওকে খেতে দিতো না। আমি ও ওর ভাইরা ওকে বাড়িতে বেক্ করা বিস্কুট ও কেক্ খেতে দিতাম সেই কাঠের ঘরের ফাঁক দিয়ে।

এক ভাই এখন পালানি মুরুগান আর অন্যজন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। এই পতিদেব খুব স্বার্থপর ছিলো তাই এখন

এই জন্মে কর্মফল ভুগছে ও উন্মাদ হয়ে গিয়েছে । আমার দুই পুত্রের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিলো । তাই এই জন্মে ওর এরকম বাজে পরিবারে জন্ম হয়েছে যেখানে বাবার স্নেহ পায়নি । তখন ওর ইনোভেশান এর মগজ ছিলো । এখন সেটা বেড়ে গিয়েছে ।

মেয়েকে রেপের কারণে তার অপ্সরা উর্বশী হতে পিশাচলোকে পতন হয় । পরে যক্ষলোকে আসে । এখন নকুল । এবার হবে কুম্ভকর্ণ ।

এই কারণে লোকে জপতপ করে ও মোক্ষ পাবার আশায় থাকে যাতে নিজ ইচ্ছে

মতন জন্ম নিতে পারে ও সৃষ্টিকে উপভোগ করতে পারে । এই ক্যারোটের জন্যেই এত স্টিক খায় সাধনার সময় । কারণ মোক্ষ হলে নিজ ইচ্ছেই সব হয় অথচ কর্ম কাউকে চেপে ধরেনা । আউট অফ্ কর্ম হয়ে যায় । তাই পুঞ্জাজী , পাপাজী বলেছেন যে সেল্ফ এ অ্যাবাইড্ থাকো আর এনজয় দা লীলা । কারণ উনি কৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন আর কৃষ্ণ কী করেন ? লীলা করেন । মানে কসমস ।

রং , রূপের মাধুর্য্য নিয়ে এই জগৎ আর তা আমাদের উপভোগ করার জন্যেই তো তাইনা ?

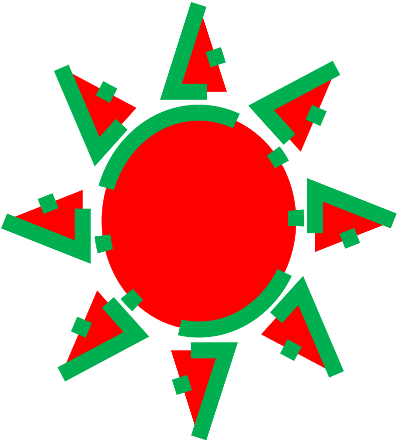

লিবারেটেড্ সন্তরা সাধারণতঃ তাঁদের শিষ্যদের কর্ম নিয়ে নেন ও জন্ম নেন । এটা কনভেনশান । কিন্তু এক্সেপশান হতেও পারে ও তাঁরা নিজেদের ভোগ বাসনা মেটাতে জন্ম নিতেও পারেন ।

তবে সেটা খুবই কম দেখা যায় ।

মহাজগতে একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোনো কিছুই ফিক্সড্ নয় । সবই বদলায় আর সেটাই একমাত্র সত্য ।

বিভিন্ন ধর্মে তাই নানান জিনিসের উল্লেখ দেখা যায় । তাই সবাই সত্যলোকে যেতে আগ্রহী যাতে নিজ নিজ ইচ্ছে মতন দেহ

নিতে পারে ও কর্মে বাঁধা না পড়ে। তাই এত সাধনা ও তপস্যা করা। নিদ্রা যাওয়া উদ্দেশ্য নয়। সেল্ফকে রিয়েলাইজ করে সব আনসেল্ফ করবে না কেবল সেল্ফ এ অ্যাবাইড্ থেকে পরম ব্রহ্মের জন্য কাজ করে যাবে অথবা এই কসমসকে সত্যের নিয়ম অনুসারে উপভোগ করে যাবে। দ্যাটস্ ইট। নিদ্রা যাওয়াই যদি মোটিভ হতো তাহলে আবার সৃষ্টি হতো না একবার মহাপ্রলয় হয়ে গেলে।

ঋষি অরবিন্দ গায়কোয়াড় রাজবংশে জন্ম নেবেন ৫০ বছরের মধ্যে। পুণাতে জন্ম হবে ওনার। একেবারে বুদ্ধদেবের

মতন জীবনী হবে ওনার ও ওনাকে লোকে নব বুদ্ধ বলে ডাকবে । নতুন এক ধর্ম তৈরি করবেন উনি ও সেই ধর্মের বুনিয়াদ হবে অহিংসা । সেম টু সেম জীবন হবে ওনার গৌতম বুদ্ধের মতন । রাজনন্দন , একটি মাত্র পুত্র এবং অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করে চলে যাওয়া সাধনার জন্য । উনি আমার ও কাশেমের মতন আর আমাদের পুত্রদের মতন কালা জাদু শোষণ করে নেবেন জগতের ও পরে আরো অনেক সন্ত আসবেন যাঁরা এইভাবে লোক/পশু/পাখিদের রক্ষা করবেন ।

ওনার মোক্ষ হয়ে যাবে এবং ওনাকে রাজবংশের রাজপুরোহিত একটি মন্ত্রে দীক্ষিত করবেন আর সেই মন্ত্র জপ করেই ওনার যোগ সাধনা আর যা হবার হয়ে যাবে এই জন্মে যেমন ওনার তেমন কোনো গুরু ছিলো না সেরকমই । শৈশব থেকেই উনি ধ্যানস্থ হবেন ও যোগী রূপে ধরা দেবেন যদিও । । উনি খুব বড় পন্ডিত ও কবি/লেখক হবেন তবে প্রথাগত শিক্ষা হয়তবা ওনার ততটা থাকবে না । খুব প্রতিভাধর হবেন ও জাতকের গল্প লিখে যাবেন ঠিক গৌতম বুদ্ধের মতন তাঁর আগের সব জন্ম সম্পর্কে । উনি যোগের মাধ্যমে শান্তি

আনবেন ও অহিংসা নিয়ে আসবেন এখানে । উনি আগে ভালো ছিলেন কিন্তু অহং এর কারণে নরকাসুরের পদে চলে যান । উনি একজন দৈব সত্ত্বা ও আমার ডাইরেক্ট সোলমেট ।

এখন আমি , সোলেইমানি , পালানি মুরুগান ও বরুণদেব সবাই এসেছি বা আসছে সেই কালা জাদু শোষণের জন্য ।

নির্মলা মাতাজীর আশ্রম সিল্ করে দেওয়া হবে । কুতপা মেয়ে ১২৪ বছর জীবিত থাকবে ও রেগুলার ভাড়া খাটবে দন্ত পড়ে গেলেও । পার্ভার্টরা এরকম নারী

খোঁজে আজকাল । আজকাল তারা কঙ্কাল ও ইনার্ট বস্তুও ছাড়েনা ।

কুতপার দাদা দিল্লীর রাস্তায় ভিক্ষা করবে তার পরিবার নিয়ে ও নিজের একটি স্ক্রটাম্ দেখিয়ে পয়সা চাইবে । ওর পুত্র যদি চাকরি পায়ও তাকে চুরির দায়ে ভাগিয়ে দেবে । ওর দাদার একটি অন্ডকোষ । আর সেটা দেখিয়ে ভিক্ষা করবে । গাড়ি/ বাড়ি /সোনাদানা সব যাবে । নীতা আম্বানী ও তার পুত্রের সেক্সের ব্যাপারটা হল যে মাদকে আসক্ত হয়ে এটা হয় ও নীতা আম্বানীকে এনটিটি আক্রমণ করে । তখন এমন হয় । পুত্র

ছাড়িয়ে নিয়ে পালায় । পরে ওরা বাসায় শান্তি পুজো করে এরজন্য । ওদের ঠাকুমা ব্যাপারটা জানে । সবাই আম্বানি, আদানী, মোদীজী ও অমিত শাহ্কেই ব্যাড গাই বলে কিন্তু রিয়েল ব্যাড গাইদের কেউ চেনেনা ।

আমার নিজ কাকু উন্নীত হয়েছেন- ইন্দ্রাণী বা ঐন্দ্রী মাতৃকার পোস্টে তাঁর সনৎ কুমার পোস্ট থেকে । এটা দেবারজ ইন্দ্রের স্ত্রী নন । অষ্ট মাতৃকার একজন ।কুমার আছেন ৪ জন তাঁদের ভেতরে উনি একজন ছিলেন । আর মাদার মীরা ও তাঁর পতিদেব হার্বার্ট হলেন টুইন ফ্লেম

। অগ্নি দেব ও স্বাহা দেবী । আর মীরা দেবী এখন একজন মাতৃকাতে উন্নীত হয়েছেন ও হার্বার্ট ওনার কনসর্ট ।

সত্যিকারের রাহুজী হলেন বিজয় মল্ল ও ওনার স্ত্রী ঋতু মল্ল হলেন নরসিংহী দেবী বা প্রত্যঙ্গীরা দেবী । নারায়ণ মুর্তি ও সুধা মূর্তি হল এই পদে থাকা ফলেন অ্যাঞ্জেল । আগে এই পদে ছিলো ।

বিজয় মল্ল ও ঋতু মল্ল হলেন নারায়ণ ও সুধার যেই রূপ দেখা যায় বাজারে সেই রূপের লোক । নার্ডি ও ভালো লোক । আর অন্য দুটি শয়তান ও চামার ।

বিজয় মল্লকে নাশ করেছে নারায়ণ কারণ ও কম্পিটিটর ও এনিমিকে নাশ করে ফেলে। এটাই ওর স্টাইল।

বিজয় মল্ল বলেন যে উনি টাকা ফেরৎ দিয়ে দেবেন। কিছু সময় চান কিন্তু কেউ সেটা মনে রাখেনি শুধু ওনাকে গালি দেওয়া এমনকি সিনেমাতে পর্যন্ত ওনাকে গালাগালি করা শুরু হয়েছে। আমি একজন সিনিয়র সাংবাদিককে চিনি যিনি আমাকে বলেন যে বিজয় মল্লের মতন ভালো ব্যবসাদার উনি আর কাউকে দেখেন নি। অবশ্যই রতন টাটা আছেন কিন্তু উনিও একজন। তবে ব্যবসাদারেরা

তো সন্ত নন কখনোই । তাঁকে কাদায় ফেলে পদাঘাত করা ধৰ্ম্মে সইবে না ।

জগতে এমন কোনো পাপ নেই যা ক্ষমার্হ্য নয় আর এনারা তো সেরকম পাপ করেন নি যে জিনিসগুলিকে বেঁকিয়ে দেখানো হয় ও মানুষকে ধবংস করে দেওয়া হয় ।

একটা জায়গা তো থাকবে যেখান থেকে ফেরার রাস্তাটা শুরু হবে ? নাহলে কেউ তো কোনোদিন ফিরতে পারবেই না !

পতিত দেবদেবীরা শয়তানি করে আর অ্যাক্টিং গডরা হেল্প করেন । তবে

অন্যরকমও হয় । দানবেরা ওদের ধর্ম করছে আর আমরা আমাদের ধর্ম ।

ওরা দেখায় যে অধর্ম করলে কি এফেক্ট হবে আর পতন হবে ও কষ্ট হবে তাই এসব না করাই ভালো । তাই একভাবে ওরা আমাদের গুরু বলা যায় ।

নারায়ণ মূর্তি ও তার বৌ আর নন্দন নিলেকানি ও রোহিনী যার আসল নাম নন্দিনী, পার্টনার বদলিয়ে সেক্স করে ও সুধা সেক্স করে উঠে সিগার খায় ।

নন্দন , নারায়ণের কন্যার সাথেও শুয়েছে । কিরণ মজুমদার শাহ্ ;নারায়ণের সাথে

সেক্স করেছে কারণ ওর বর জন শাহয়ের শীঘ্র পতন হয়ে যায় । তাই নারায়ণকে ধরে– বিজনেস বাড়ানো প্লাস আরামের জন্য । নারায়ণ ১১/১২ বছরের মেয়েদের সাথেও শোয় । তবে গে নয় । ওর পুত্র এসকর্ট সার্ভিস নেয় তাতে শিশুও থাকে আর ছেলেও থাকে ।

রোহিনী হাই সোসাইটি এসকর্ট আর যে সব ভাষা ইংলিশে অনুদিত হয়না সেইসব ভাষার গল্প পড়ে নিয়ে তাই লিখে দেয় লেখিকা হিসেবে প্লট নিয়ে । পড়ে ওর হয়ে অনুবাদকরা । তারপর তন্ত্র করে চেপে দেয় তা বাইরে আসা । জন গ্রিশাম

এর মতন, কোর্টরুম ড্রামা, মেডিক্যাল থ্রিলার লিখতে চায় আর কি ।

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র । রোহিনীকে দেখতে ভালো তাই বাজারে ভালো খায় ।

ওদের স্ক্যাম বাইরে আনার কথা বলায় এক সি এফ ও কে ফাঁসায় । অনেক কাল আগে মনে আছে ?

ইনফোসিস এর বাস হল ব্রথেলের বাস এর মতন । কর্মীরা বাড়ি ফেরার সময় ওখানে বসে বসে সেক্স করে ও হ্যান্ডেল মারে । অত্যন্ত জঘন্য জিনিস হয় ওখানে ।

বাঙালীরা বলে , মনে হয় যেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বসে আছি ।

রোহিনীর কথা হল সে মনে করেনি যে কপি করা পাপ কারণ আজকাল ফিল্মেও এমন করা হয় । অন্যের গল্প নিয়ে দেখানো হয় নিজের বলে । তাই সেও করেছে আর সে একজন জার্নো । লেখক নয় । অনেকটা আমাদের ময়ূখ চৌধুরীর মত বিদেশী গপ্পের ছায়াতে লেখা আরকি । রোহিনী কি জ্ঞানপাপী ?

আমার বরের এক্স মাধবী ছিলো স্বর্গের অপ্সরা রম্ভা । আর আমার বর উর্বশী । তাই ওদের এত্তো ভাব । কিন্তু মাধবী এক

মানুষকে প্রতিশোধ নেবার জন্য ,হত্যার অপরাধে তলিয়ে যায় পিশাচ লোকে । সেই ব্যাক্তি কিছু শয়তানি অবশ্যই করে কিন্তু সেই রম্ভা নিজ হাতে আইন তুলে নেয় ও কুপিয়ে মারে তাকে পৈশাচিক উপায়ে তাই এই পদস্খলন । আসলে এই নানান লোকে নেমে যাওয়াটা হয় কারণ এইরকম কর্ম করলে আত্মার কম্পন ওরকম হয়ে যায় আর তখন ঐ লোক বা গ্রহগুনো তাকে সেদিকে আকর্ষণ করে নেয় । সেখানে ভালো কাজ করলে আবার ভাইব্রেশান ভালো হয়ে ফেরৎ চলে আসে নিজ স্থানে যা বেশির ভাগ সময়ই হয়ে থাকে ।

ঋষি অরবিন্দর মতন আরো সন্ন্যাসীরা আসবেন ঠাকুর , তোতাপুরী বাবা , বাবাজি , শিরডি সাঁই ,মহর্ষির গোষ্ঠীর যাঁরা এই কালা জাদু শুষে নেবে এসে ।

সারাটা জগতেই জন্ম নেবেন তাঁরা । আর এই সাইকেল অফ ঋষি চলবেই ও তাঁরা সবাই মোক্ষ পেয়ে যাবেন ।

ঋষি অরবিন্দ ,রাণা সঙ্ঘের সভাপন্ডিত ছিলেন ও তাঁর পুত্র ছিলেন রঘুরাম রাজন । সামনের জন্মেও রঘুই ওনার পুত্র হবেন এবং সেই গায়কোয়াড় রাজবংশে রঘুরাম জন্ম নেবেন রাজপুত্র হয়ে, যেমন তথাগত বুদ্ধের পুত্র ছিলেন

রাহুল ও নোবেল প্রাইজ পাবেন । উনি এই পুরস্কার পাবেন শান্তিতে, সমাজ সেবার জন্য যা বৈপ্লবিক ।উনি চে গুয়েভ্রা ও বাবা আম্তের মতন কাজ করবেন । আমাকে খ্রীস্টান পাদ্রীরা এখানে নিয়ে আসেন ভগবান যীশুর কাছে আর্তি জানিয়ে । জগতের অন্যায় দেখে । তাই আমাকে জন মেলার , এক পাদ্রী– হিলিং মিনিস্ট্রি তে আছেন উনি– স্পর্শ করেন সবার আগে তারপর মহর্ষি আমাকে লিবারেশান দেন । তাই বলা চলে যে গীর্জাতে কেবল শিশু সংহারই হয়না । প্রার্থনাও চলে ।

কিরণ মজুমদার শাহ্ স্বামীকে ছাড়েনি কারণ ব্যবসা আছে । রোহন মূর্তি মাদক নিয়ে পড়ে থাকে । নাঙ্গা হয়ে । বোতাম টিপে এসকর্ট সার্ভিস নেয় কেবল । ছেলে/মেয়ে/শিশু । এতে দেখা যায় যে সামাজিক কাঠামো পুরোপুরি ফেল করে গিয়েছে ।ওর নামে যেসব রিসার্চ পেপার বার হয় তা অন্য কেউ লিখে দেয় । ও ড্রাগ ওভার ডোজ করবে । রোহিনী ও তার স্বামীকে বেসিক উপায়ে মেরে ফেলবে কেউ । নারায়ণ ও তার বৌকেও মারবে অত্যন্ত ক্রুর উপায়ে । সুধাকে গ্যাং রেপ করবে । তাতেই ও ফিনিশ । ওর

সতীপণা বার হয়ে আসবে মিডিয়াতে । এই সমস্ত কিছু বাইরে আসবে এবার ।

এম-জি রোডে নাঙ্গা হয়ে পড়ে থাকবে সুধা মুর্তি রেপড্ হয়ে । মূর্তির মতন লোকের আসল জায়গা হল স্প্যাস্টিক সোসাইটি কারণ ও নর্মাল মানব সন্তান নয় । আমার মনে হয় ওর মাথায় সমস্যা আছে আর ওকে দেখতেও ওরকম ।

ওর মেয়েকে ও তার পরিবারকেও মারবে এবার আর তার আগে মেয়েকে ধর্ষণ করবে । কারণ সে ক্ষমতায় থাকার সময় অপোজিট দলের লোকেদের হুমকি দিতো যে আমাদের এক্সপোজ করলে তোমাদের

রেপ করিয়ে দেবে আমার বাবা গুন্ডা দিয়ে । কারণ ওরা বলতো যে তোমরা ডার্ক ম্যাজিক করে পার্লামেন্টে ঢুকেছো ।

এটা ব্যাকফায়ার করবে এবার ।

অ্যামাজন , ফেসবুক, আনন্দবাজার , কবিগুরুর সাথে যুক্ত সংস্থা , ইনফোসিস, ইন্ডিয়া টুডে, বিজেপি, আর এস এস এইসব সমস্ত সংস্থা রেড ক্রস দেখাচ্ছে অর্থাৎ কার্সড হয়ে গিয়েছে । উঠে যাবে ও কেউ আর রেস্টোর করতে সক্ষম হবেনা । মেঘনাদ সাহা , আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস এঁরাও নোবেল পাবেন । মেঘনাদ সাহার কাজের ওপর কাজ হয় মহাকাশ

গবেষণাতে ও জগদীশ বোস অনেক অনেক এগিয়ে এখনও বিজ্ঞানী মহলে ।

শয়তান টেগোর ব্লক করে রাখে তন্ত্র দিয়ে যাতে ও বা ওর স্যাঙাৎ রা ব্যাতীত কেউ কোনোদিন নোবেল না পায় বাংলাতে ।

এবার বঙ্কিম চন্দ্র আরো অনেকে পাবেন দেখো তোমরা । যতগুনো পেয়েছেন সবই টেগোরের সাথে যুক্ত । অমর্ত্য সেন ও তার ছাত্র । বাংলাদেশে পেয়েছেন কিন্তু উনি ভিনদেশী ।

বাজারে যাদের দেখা যায় সবই নকল । আসল বিখ্যাতরা বাইরে সহজে আসেনা ।

বিশেষ করে নেতা ও ব্যবসাদারেরা । বডি ডবলের যুগ এটা । অনেক অভিনেতা এই রোলে কাজ করে । মোটা অর্থ নেয় তার জন্য । এদেরকেই রক্তবীজের বংশ বলা হয়েছে দেবীর কথাকাহিনীতে পুরাণে । নাহলে লোকে তাদের মেরে ফেলবে । এমনই নিঠুর যুগ এটি । অবিশ্বাসীর যুগ । নির্মলতা মৃত । ভালোমানুষ সবচেয়ে বড় অপরাধী ।

আর এস এস এর অঘোরীরা মেয়ে ধরে ও মেরে খায় । ইনফোসিস আপিসেও এখান কার এক দ্বীপ থেকে পাপুয়া নিউ গিনি বলে মানুষ খেকো লোক নিয়ে গিয়েছে

নারায়ণ মূর্তি । তাদের পুষে রেখেছে । লোককে মেরে তারপর ওদের ভক্ষণ করিয়ে দেয় যাতে প্রমাণ না মেলে কোনো । আর ওদের দিয়ে অন্য কাজও করায় । দেখতে সভ্য ভব্য এরা আদতে ভারতীয় দের মতন চেহারা। অনেকটা আদিবাসীদের মতন দেখতে । সাউথ ইন্ডিয়ার ছবি হিড়িম্বা দেখে নিও বুঝে যাবে ঠিক কি করে মূর্তি । এখানে রাজ গুপ্ত ও পুষ্পা বলে এক জুটি আছে সিডনিতে থাকে তারা র- এজেন্ট ও তরুণ বলে এক ছাত্র আছে এ-এন-ইউ তে পড়ে, কম্পিউটার- সেও র এর এজেন্ট । তারা মূর্তির লোক ও আমাদের

মারার প্ল্যান করছে ও অন্য অনেক অস্ট্রেলিয়ার লোককে মারার প্ল্যান করছে মূর্তির নির্দেশে। এই মূর্তি অন্য অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি যেমন কগনিজেন্ট এদের ধবংস করার ফন্দী এঁটেছে। কৃষ্ণনগরের রাজমাতা আমাকে ও বুবু /রাই সারমেয়কে তন্ত্র দ্বারা আক্রমণ করছে। মারার জন্য। মুসলিম হেটার। ওর পরিবার বৃটিশ দলে যোগ দেয় আগে। শয্যায় শুয়ে সলমান খানকে কল্পনা করে যখন স্বামী ওর সাথে রমণ করে এই বিচ্। মনে মনে ভাবে যে রাজার বৌ নাহলে সলমান খানকেই বিয়ে

করতো। এর রাজ্যপাট শুরু হয় ছলনা দিয়ে ও শেষ হয় মিথ্যাচার দিয়ে।

এত যে মুসলিম ঘৃণা কর দেখি একটা তাজমহল ব্রেন স্টর্ম । এই মহিলা ও ইতর নারী আমার খবর পায় নবনীতা দেবসেনের কাছ থেকে।

কসমস ডিপ স্লিপে থাকেনা । কিন্তু ঘুম ভাঙলে আবার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বার হয়ে আসে সবার চেতনা থেকে। কাজেই সৃষ্টি আছেও আবার নেইও । এটা যারা উপলব্ধি করেছেন তারা সৃষ্টির যে কর্মফল তা থেকে বার হয়ে গিয়েছেন। তাদের রং হয়ত সাদা কিন্তু সেই

শ্বেতকপোতই জন্ম দেয় অন্য সব রং এর যা উজ্জ্বল হওয়াই শ্রেয় । নচেৎ নবনীতা দেবসেন এর যা হাল হয়েছে ও সুধা মুর্তির হবে ও কাতারের আমিরের যে নিজেক অভেদ্য প্রাচীরে ঘিরে রেখেছিলো তন্ত্র ও আই এস আই এস দূর্ধর্ষ টেরর গ্রুপ দিয়ে সেই একই হাল হবে কৃষ্ণ নগরে এই বাংগালী অওরাতের ।

মতিভ্রম হবার আগেই তাই মতি ফেরা উচিৎ । শুভ্রস্য শীঘ্রম ।

সমাপ্ত